IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

স্বামী বিবেকানন্দের আলোকে মানবতাবাদ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Jhumpa Ghosh

Independent Researcher,

Post Graduate, Department of Philosophy,

Bankura University, Bankura, West Bengal, India

Abstract:

The Concept of humanism is an ancient concept. Humanism is associated with the concept of ethics. There is a difference between humanism in eastern and western cultures. Renaissance and revolutions in society take place not only based on western culture but also based on Indian culture or tradition. Among many Indian thinkers and social reformers, Vivekananda is another. Vivekananda was deeply influenced by the philosophy of Vedanta, and he tried to realize that there is one and only reality. He opined that there is no difference between the living being and god. In this context, he said, "*Those who love and serve living beings serve God* (*jibe prem kore jei jon, sei jon sebiche ishwar)*", which means if you first love the living being, then you can get the love of god. That is, believing in yourself means believing in god. This is the only way to progress. He always emphasized serving or serving the poor and tried to protect the position of women in Indian society. He said that god is revealed in the poor and love for the poor is the key to humanism. Vivekananda said that universal acceptance and tolerance, brotherhood, freedom, equality – all these are associated with humanism, and he was trying to establish all these in society. As a social reformer, he reduced discrimination among men based on the caste system. He abolished the system of untouchability. He mainly emphasized love, brotherhood, freedom, equality, acceptance, and tolerance.

Keyword:Humanism, Spiritual Humanism, Man-making Education, Freedom, Religion, Vedanta.

Introduction:

মানবতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে বিষয়টির কথা আমাদের মনে আসে তা হল মানুষ। মানবতাবাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু শুধুমাত্র মানুষ। এই দর্শনের মূল বিশ্বাস হল মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। মানবতাবাদের লক্ষ্য মানুষের পূর্ণ বিকাশ। মানবতাবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Humanism'। 'Humanism' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "humanities" থেকে, যার অর্থ মানব প্রকৃতি অথবা মানব গুণ। পরে এটি গ্রীক শব্দ 'Homo' থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থও 'মানুষ'। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপটি মানুষের সাথে সম্পর্কিত। কেননা মানুষের স্বার্থ, মর্যাদা ও কল্যাণের জন্য এই দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রায় সব চিন্তাধারায় মানুষের কল্যাণের বোধ বিদ্যমান, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠগতভাবে, মানবতাবাদের দর্শনে যেভাবে মানুষের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেভাবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি। *Encyclopedia Britannica* এর মতে, মানবতাবাদ হল এমন একটি দার্শনিক অবস্থান যা ব্যক্তি এবং সামাজিক সম্ভাবনা এবং মানুষের সংস্থার উপর জোর দেয়, যাকে এটি গুরুতর নৈতিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের সূচনা বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করে। স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানবতাবাদ শুধুমাত্র মানুষকে প্রধান বলে করে এবং কোনো বহির্জাগতিক অথবা কাল্পনিক ক্ষমতা সমর্থন করে না।[i]

মানবতাবাদের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন ব্যাখ্যা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের মানবতাবাদ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে মানবতাবাদ নিজেই একটি অস্পষ্ট ধারণা বা তত্ত্ব যা নিজেই কিছু দ্বিধা বহন করে। যদিও এই সমস্ত তত্ত্বগুলি কিছু সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধ বহন করে তবুও তাদের কিছু ভিন্নতাও রয়েছে। তা হল:- ১) রেনেসাঁ মানবতাবাদ (*Renaissance Humanism*) ২) দার্শনিক মানবতাবাদ (*Philosophical Humanism*) ৩) খ্রিস্টান মানবতাবাদ (*Christian Humanism*) ৪) ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদ (*Secular Humanism*) ৫) ধর্মীয় মানবতাবাদ (*Religious Humanism*) ৬) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ (*Spiritual Humanism*) ৭) প্রগতিশীল মানবতাবাদ (*Progressive Humanism*) ৮) নব্য মানবতাবাদ (*New Humanism*) ৯) নৈতিক মানবতাবাদ(*Ethical Humanism*) ১০) বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ (*Scientific Humanism*) ১১) প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদ(*Naturalistic Humanism*) ১২) গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ (*Democratic Humanism*)

বিংশ শতাব্দীর দর্শন চর্চার ইতিহাসে এমন এক মহান চিন্তাবিদ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারক। তিনি বিশ্বস্তরে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্তের ধারায় দীক্ষিত হলেও তিনি বেদান্তের তত্ত্বগুলিকে নতুনভাবে তুলে ধরেন। এই কারণেই তাঁকে নব্য বৈদান্তিক বলা হয় । তিনি বেদান্তকে ভিত্তি করে এমন একটি দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা কেবলমাত্র মানব শ্রেণীর বহুমুখী পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। তিনি নিজে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু তাঁর প্রগাঢ় প্রতিভা দিয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা পক্ষে আলো জাগিয়েছিলেন, জাতীয় গর্বের চেতনা জাগিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ভীতি জাগিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ উপনিষদের শিক্ষায় নিহত। তিনি কঠোপনিষদের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে-

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহহত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্ব্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।।[ii]

অর্থাৎ এই পরমেশ্বর/ ব্রহ্মচৈতন্য সমস্ত প্রাণী সমূহে অবিদ্যা মায়াচ্ছন্ন আছে বলে আত্মরূপে সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্রতা ও সুক্ষ বুদ্ধিসহায়ে সুক্ষ দর্শিগণ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন।

তিনি মানবতাবাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কথা বলেছেন এবং এর পক্ষে লড়াই করেছেন এবং মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন। Swami Ranganthananda এর মতে, "What was unique about him as a spiritual teacher of mankind, however, was his deep interest in man and his untiring work for total human development and fulfillment everywhere."[iii] অর্থাৎ মানবজাতির একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসাবে তাঁর মধ্যে যা অনন্য ছিল, তা ছিল মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ এবং সর্বত্র মানব উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম। **স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদ হল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ (Spiritual Humanism)**।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের এক বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে "**জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।**" অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবকে ভালোবাসবেন, জীবের জন্য কাজ করবেন তিনি ঈশ্বর উপলব্ধি করবেন। ঈশ্বর বলতে তিনি জীবকেই বুঝিয়েছেন। তিনি আরো বলেন –"*Man is the highest being that exists, and this is the greatest world. We can have no conception of God higher than man, so our god is man, and man is God. When we rise and go beyond and find something higher, we have to jump out of the mind, out of the body and the imagination and leave this world; when we rise to be the absolute, we are no longer in this world. Man is the apex of the only world we can ever know. All we know of animals is only by analogy, we judge them by what we do and feel ourselves.*"[iv]

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে আমরা কেবল উপনিষদের সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই খুঁজে পাই তাই নয়, বরং মাতৃভূমির প্রতি তার সত্যিকারের ভালোবাসাও খুঁজে পাই। আজও বলছি শত শত বছর ধরে ঘরে যদি অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে, তাহলে কী 'ভয়াবহ অন্ধকার', 'ভয়ানক অন্ধকার'— বলে চিৎকার করলে কী অন্ধকার দূর হবে ? না, আলো জ্বালাও, তারপর দেখো অন্ধকার আপনা-আপনি কেটে যায় কি না। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক ছিল। তাই বলে যে প্রাচীনকালের স্মরণ ও কীর্তন করেই তৃপ্তি লাভ করা যায় তা নয়। প্রাচীন মহিমাকে স্মরণ করার যদি কোনো অর্থ থাকে, তাহলে আমাদেরকে সকলের জন্য অন্ন, ধর্ম ও জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। তার মানে প্রথমে আমাদেরকে অন্ন দান করতে হবে। ধর্মীয় কাজ করার আগে কূর্ম অবতারের পূজা করা উচিত, তাই পেটে খিদে আছে, কিন্তু তার ক্ষুধা না মেটালে ধর্মকর্মের বিষয়টি কেউ বুঝতে পারবে না। তাই

দেশবাসীকে ধর্মের বাণী দিতে হলে সবার আগে পেটের দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা মনে পড়ে যায়- '**খালি পেটে ধর্ম হয় না; ক্ষুধার্ত জনগণকে ধর্ম উপদেশ দেওয়া অবমাননাকর।।**'[v] শরীরকে সুস্থ রাখতে খাবারের পাশাপাশি প্রয়োজন শারীরিক ব্যায়াম। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ, যার শিক্ষাগুলি ব্রহ্ম প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি দরিদ্র ও আর্তের সেবাকেই প্রকৃত ধর্ম এবং মন্দিরে পূজার চেয়ে বড় আনন্দ বলে মনে করতেন। অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই জগন্নাথ দেবের একটি কিংবদন্তিতেও দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে জগন্নাথ মন্দিরের ভোগ ছেড়ে ভক্তের ভালোবাসায় বা আর্তের খিচুড়ি খেতে চলে আসেন, যা সেবার মাহাত্ম্য প্রচার করে।

স্বামীজির মতে, একজন সত্যিকারের হিন্দু, একজন সত্যিকারের ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি "মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করেন।" দেশকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তার নাগরিকদের কেউ দুর্বল না ভাবে। "আপনি কী কখনও দেখেছেন যে কোনও দেহে সমস্ত অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন ছাড়াই উঠতে পারে? যখন একটি অংশ দুর্বল হয়ে যায়, তখন অন্য অংশ শক্তিশালী হওয়ার চেয়ে বড় কোন কাজ নেই।" তাই তিনি বলছেন-'**Everything can be sacrificed for truth, but truth cannot be sacrificed for anything.**'[vi] **অর্থাৎ সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।**

বিবেকানন্দ মানুষের আধ্যাত্মিক রূপের পাশাপাশি তার শারীরিক রূপেও বিশ্বাস করেন। মানুষের উভয় দিকের একটি সমন্বিত ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ তাঁর দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে। একজন মানুষের শারীরিক গঠন আধ্যাত্মিক দিক হিসাবেও সমান গুরুত্বপূর্ণ, এই রূপের অধীনে একজন মানুষের শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জৈবিক দিকগুলি আসে। বিবেকানন্দ মানুষের দৈহিক দিকটিকে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর চেয়ে উচ্চতর বলে বর্ণনা করেছেন কারণ মানুষের শারীরিক শক্তিগুলিও আরও নিয়মতান্ত্রিক এবং সংগঠিত। মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আমাদের আলাদা করে। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে, মানুষ শুধু শারীরিক রূপই নয়, তার আধ্যাত্মিক রূপও অন্তর্ভুক্ত। এটাই মানুষের বিশেষত্ব।

বিবেকানন্দ মানুষের এই বাস্তব প্রকৃতিকে আত্মশক্তি বা আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আত্মাকে ব্রহ্ম স্বরূপ মনে করেন। প্রতিটি মানুষ এই ঐক্য অর্জনের দিকে মুখিয়ে থাকে। মুক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ তার আসল রূপ জানে না। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হল শাশ্বত, আনন্দময়, চিরন্তন এবং সর্বব্যাপী। মানুষের স্বাভাবিক রূপ হল আত্মা। মানুষ ঐশ্বরিক রূপ অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে এটি করতে পারে। তার মধ্যে বিবেকানন্দ চার প্রকার পথ/মার্গের কথা বলেছেন। যথা:- **১) কর্মযোগ, ২) জ্ঞানযোগ, ৩) ভক্তিযোগ এবং ৪) রাজযোগ।** এই সমস্ত পথের একমাত্র লক্ষ্যই হল অমরত্ব লাভ। বিবেকানন্দ এই চারটি পথকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন কারণ মানুষের আগ্রহ, মানসিক অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্ষমতার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। মানুষ তার আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পথ বেছে নিয়ে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাকে মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেন। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার প্রকাশ। শিক্ষা সর্বজনীন, সর্বাঙ্গীণ এবং মানব-গঠনের উপর জোর দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা থেকে এটা স্পষ্ট যে একজন মানুষের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য কারণ আচার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন। কেননা, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে পারে। শিক্ষা একজন মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং একজন মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "***Education is the manifestation of the perfection already in man.***"[vii]

স্বামী বিবেকানন্দ মানবকল্যাণের একজন বলিষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। তাই তিনি সমাজে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটান। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমই নয় বরং এটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বিকাশ যা মানুষের পাশাপাশি মানব শ্রেণীর কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। তিনি সম্পূর্ণরূপে একমত যে, মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের মতো গুণাবলীগুলি কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। বিবেকানন্দ মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। তার মতে 'স্বাধীনতা মানে কোনো ধরনের সংকল্প ও প্রভাব নয়। স্বাধীনতা স্বয়ং দ্বারা নির্ধারিত হয়। অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি একজন ব্যক্তির কাজ এবং জীবন নির্ধারণ করে। স্বাধীনতার ভিত্তিতে তিনি কর্মের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। মানুষ স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবে তার কর্ম নির্ধারণ করতে পারে। শুভ ও অশুভ কাজের মাধ্যমেই মানুষ তার ভবিষ্যৎকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে। মানুষের স্বাধীনতাই পারে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলেন- "Freedom is attained by the threefold means of-Work, Worship, and Knowledge. (A) Work-Constant, Unceasing effort to help others and love others. (B) Worship-consists in prayer, praise, and meditation. (C) Knowledge-that follows meditation."

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে মানব জীবনের অপরিহার্য দিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে, মানুষের জীবন শুধু বস্তুগত আরাম-আয়েশে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ সবসময় উচ্চ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এত উচ্চ স্তরের জন্য ধর্মের প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতে, ধর্ম মানে "আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং নিজের মধ্যে দেবত্ব উপলব্ধি করা।" আত্মাকে জাগিয়ে তোলাই হল ধর্ম। আত্ম-উপলব্ধি স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মের ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তারা বিশ্বজনীন ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর মতে সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য একই। সব ধর্মই সমানভাবে ধর্মীয় উদারতা, সহযোগিতা ও সমতার ওপর জোর দেয়। বিশ্বজনীন ধর্ম তখনই সম্ভব যখন সকল ধর্মই একে অপরের জন্য সহায়ক তখন সকলের জন্য দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। ধর্মের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ধর্মীয় বিরোধ দেখা দেয়। সবাই নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করতে ব্যস্ত। সার্বজনীন ধর্ম বলতে এমন এক ধর্মীয় বা নৈতিক ধারণাকে বোঝায় যা সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সীমার বাইরে। অর্থাৎ এটি এমন মূল্যবোধ ও নীতির উপর ভিত্তি করে যা মানবজাতির সবাই গ্রহণ করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ কোন এক ধর্মের সমর্থক ছিলেন না কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি ও সারমর্মের উপর জোর দিয়েছিলেন। তার মতে, ধর্ম এমন হওয়া উচিত যে এটি একজন মানুষকে গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু তাকে দুর্বল করে না। তিনি ধর্ম সম্পর্কে বলেন- "Religion, to help

mankind, must be ready and able to help him in whatever condition he is, in servitude or in freedom, in the depths of degradation or on the heights of purity; everywhere, equally, it should be able to come to his aid." তিনি আরো বলেন- "Religion is not going to church, or putting marks on the forehead, or dressing in a peculiar fashion; you may paint yourselves in all the colours of the rainbow, but if the heart has not been opened, if you have not realised God, it is all vain."[viii] অর্থাৎ "ধর্ম মানে গির্জায় যাওয়া, কপালে দাগ দেওয়া, অথবা অদ্ভুত পোশাক পরা নয়; তুমি রামধনুর সব রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে পারো, কিন্তু যদি হৃদয় উন্মুক্ত না থাকে, যদি তুমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি না করে থাকো, তাহলে সবই বৃথা।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট থেকে আমি বুঝেছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তার মুখ থেকে কারো প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় না, এমন কি, তিনি কারো সমালোচনা পর্যন্ত করতেন না। তার নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখবার শক্তি হারিয়েছিল তার মনও কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হয়েছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। সেই মহা পবিত্রতা, মহা ত্যাগই ধর্ম্মলাভের একমাত্র গুহ্য উপায়। বেদ বলেন-

'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।'

অর্থাৎ "ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়।" যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।"[ix]

স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান উদ্বেগ ছিল চরম সত্য এবং চূড়ান্ত ব্রহ্মকে নিয়ে। তিনি ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন অর্থাৎ তিনি বলেছেন পরম সত্য হল শুদ্ধ এবং কল্যাণময়, সচেতন এবং আনন্দময়। আত্মার চূড়ান্ত কল্যাণ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সেবা এবং ধ্যানের মধ্যে নিহিত। এখন প্রশ্ন হল এভাবেই ভগবানের সেবা করতে হয়, দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে হোক, নির্জন বনে, পাহাড়ের চূড়ায় বা গুহায় সমাধি স্থাপন করে ভগবানের পূজা করা। সে কী ধ্যান করে তা পাবে? আধ্যাত্মিক সাধনার এই পদ্ধতিকে বিবেকানন্দ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এই পৃথিবীতে মানব সম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, যাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি সম্ভব। সুতরাং, যদি আপনি ঈশ্বরের সেবা করতে চান, তাহলে মানুষের সেবা করুন, দরিদ্র, অসহায় ও দুঃখী মানবতার সেবাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা। এইভাবে বিবেকানন্দ মানবতাবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি তুলে ধরেন। **তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী (*Spiritual Humanism)।***

বিবেকানন্দ বর্ণ বিধি উদারীকরণের পক্ষে ছিলেন এবং অস্পৃশ্যতার অমানবিক অনুশীলনের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ববাদকে আক্রমণ করে তিনি শূদ্রদের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করার প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে চূড়ান্ত সত্যের গোপনীয়তা সমস্ত মানুষের কাছে ব্যবহারযোগ্য হওয়া উচিত, তবেই হতদরিদ্রদের দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন হবে এবং সমগ্র জাতি উন্নত হবে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে আজকের বিশ্ব সংঘাতময় অধিকারের সংগ্রামে আবদ্ধ। মানুষের উচিত এই প্রবণতা পরিত্যাগ করে তাদের কর্তব্য পালনে মনোনিবেশ করা।

মানুষের অহংকার স্বার্থপরতার মধ্যে নয়, বিশ্বের কল্যাণে আত্মা বিসর্জনে নিহিত রয়েছে। বিবেকানন্দ নিজে একজন তপস্বী ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন একজন গৃহকর্তাকে প্রশংসনীয় বলে মনে করতেন যে নিঃস্বার্থভাবে তার দায়িত্ব পালন করে।

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, মানুষের জন্মের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় সে জীবজগতের কল্যাণের জন্য কতটা নিরলসভাবে কাজ করছে তার দ্বারা। যে ব্যক্তি কর্মকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, তার জন্য বেদান্ত অধ্যয়ন সত্যিই অর্থবহ হয়ে ওঠে। স্বামীজীর কাছে দর্শন কেবল তাত্ত্বিক চিন্তা নয়, বরং তা বাস্তব জীবনের কর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন; অর্থাৎ নিজের চিন্তা ও অনুভূতিকে কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ ও বিকশিত করতে হবে।

স্বামীজীর মতে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও সংকীর্ণতা দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংস-এর প্রকৃত শিষ্যরাই বাস্তব জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং মানবকল্যাণের আদর্শকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দেবে। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষের উন্নতি ও সমাজসেবার মধ্যেই নিহিত।

তিনি ভারতীয়দের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে এবং নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে চিনতে। যারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে বিদেশি সমাজ থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজতে চায়, তাদের উদ্দেশে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পৃথিবীকে দেখার জন্য বাইরে বের হওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে ভ্রমণে যেতে হবে এবং ভারতের বাইরের সমাজ ও মানুষের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর মাধ্যমে তারা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনাকে আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের আত্মশক্তি, কর্মনিষ্ঠা এবং বাস্তব জীবনে দর্শনের প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের মতে, বেদান্ত হল ব্যক্তির উন্নতি এবং সমাজ বিনির্মাণ এবং জাতির সমন্বয় সাধনের বিজ্ঞান। বিবেকানন্দের মতে, এক কথায় বেদান্তের আদর্শ হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ জানা এবং বেদান্তের বাণী হল যে, আপনি যদি আপনার ভাইকে ঈশ্বরের রূপে পূজা করতে না পারেন, তাহলে আপনি কীভাবে অব্যক্ত ঈশ্বরের উপাসনা করবেন? বিবেকানন্দ ধর্মকে ব্যক্তি ও জাতি উভয়ই বিবেচনা করতেন তাকে শক্তি প্রদানকারী উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হত। তার মতে "আমার ধর্মের সারমর্ম শক্তি।" যে ধর্ম হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে না তা আমার দৃষ্টিতে ধর্ম নয়, তা উপনিষদের ধর্ম হোক বা গীতা বা ভাগবতের, শক্তি ধর্মের চেয়ে বড় এবং শক্তির চেয়ে বেশি কিছু নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে সমর্থন করেছিলেন এই কারণে যে তাঁর মতে এটি নৈতিক মানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক সর্বজনীন রূপ। তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম কেবল অস্পষ্ট বিশ্বাস, অন্ধ আচার বা গোঁড়ামির সমষ্টি নয়—যেমনটি অনেক ইউরোপীয় সমালোচক প্রায়ই মনে করতেন। বরং এটি এমন এক বিস্তৃত ও উদার ধর্মীয় ঐতিহ্য, যা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য গভীর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। বিবেকানন্দের মতে, হিন্দুধর্মের ভেতরে এমন এক ব্যাপকতা রয়েছে যেখানে বিভিন্ন দর্শন ও সাধনার ধারা সমানভাবে স্থান পেয়েছে। যেমন—ন্যায়, সাংখ্য এবং বেদান্ত

দর্শন মানবচিন্তার গভীরতম দার্শনিক প্রতিভাকে প্রকাশ করে। আবার রাজ যোগ মানুষের মন ও চেতনার উপর মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার উপস্থাপন করে। এছাড়াও, হিন্দুধর্মের ভক্তিমূলক ধারাও অত্যন্ত শক্তিশালী। সামবেদ-এর মন্ত্র, তুলসী দাস-এর রচনা এবং দক্ষিণ ভারতের আলাভার সাধুদের ভক্তিগীতি মানুষের মনে গভীর ভক্তি ও অনুপ্রেরণা জাগায়। অন্যদিকে, শ্রীমদ্ভগবদগীতা-তে শ্রীকৃষ্ণ যে নিঃস্বার্থ কর্মের আদর্শ তুলে ধরেছেন, তা বীর কর্মযোগীদের জন্য এক মহান পথনির্দেশ হয়ে ওঠে। এইভাবে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে হিন্দুধর্ম এক বহুমাত্রিক ও সমন্বয়মূলক ধর্ম, যেখানে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—এই তিন পথ একত্রে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে পরিচালিত করে।

তাঁর দৃষ্টিতে, হিন্দুধর্ম ছিল মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আইন এবং আদিম নিরবধি নিয়মের একটি কোড। হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও সার্বজনীনতার প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল এবং তিনি এই বলে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলেন যে, "পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মের মতো উচ্চকণ্ঠে মানবতার মহিমা প্রচার করে এমন কোনো ধর্ম নেই।" কিন্তু তিনি একটি বিষয়ে ব্যথিত ছিলেন যে, ভন্ড পুরোহিত-পুরোহিতরা ধর্মের নামে স্বার্থপরতার বিকাশ ঘটিয়ে হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করেছে, তাই বিবেকানন্দের মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরিয়েছে, "পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা সমান হিন্দু ধর্মের কাছে। এমন নিষ্ঠুরতায় দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মানুষের গলা চেপে যায়।"

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। তাঁর মতে, কোনো জাতি এককভাবে হিন্দুদের পথনির্দেশ করতে পারে না। হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কিছু বিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। এর মূল শিক্ষা হলো—মানুষের নিজের মধ্যে আত্মার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা এবং সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবন গঠন করা। এই কারণে হিন্দু সাধনা-পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধারাবাহিক সাধনা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি অর্জন করা। মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে জাগ্রত করা, ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁর সত্য উপলব্ধি করা। এই সাধনার মধ্য দিয়েই মানুষ সর্বজনীন পিতা ঈশ্বরের সামনে নিজেকে পরিপূর্ণ বা সিদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সুতরাং, এই আত্মিক উপলব্ধি ও আত্মোন্নয়নের পথই প্রকৃত হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শ।

তথ্যসূত্র (References):

[i] https://www.britannica.com/topic/humanism

[ii] কঠোপনিষদ ১। ৩।১২

[iii] Swami Ranganathananda: Swami Vivekananda, His Humanism: Advaita Ashrama. Kolkata-2009.Page -7.

[iv] Swami Ranganathananda, Swami Vivekananda and His Humanism.

[v] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খন্ড

[vi] The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume 5, chapter: Sayings and Utterances.

[vii] Complete Works of Swami Vivekananda:chapter 'What we believe in.'

[viii] Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 3, P. 283

[ix] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা

গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি (Bibliography):

1. বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬১), স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
2. বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬৪), স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সপ্তম খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
3. পাল, সুব্রত কুমার; মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, (২০১৬), প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ, কলকাতা, শ্রী ভারতী প্রেস।
4. রায়, সুশীল, (২০০৮), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, কলকাতা, সোমা বুক এজেন্সি।
5. মুমুক্ষানন্দ, স্বামী, (১৯৮৩), বেদান্তের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
6. বিবেকানন্দ, স্বামী (১৯৬১), স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
7. রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী, (১৯৯০-৯১), নতুন ভারত গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
8. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, (১৯৯৫), যুব-নায়ক বিবেকানন্দ, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
9. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, (১৯৭৭), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
10. সনাতননন্দ, স্বামী, (১৪০৯ বঙ্গাব্দ), কলকাতা, সূর্য পাবলিশার্স।
11. বসু, শংকরীপ্রসাদ, (১৯৭৫), বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ- ১ ম খন্ড, কলকাতা, মন্ডল বুক হাউস।
12. The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashram, Calcutta, 1989, 2.
13. Gambhirananda, Swami, (1955), The complete works of Swami Vivekananda volume-3, Calcutta, Advaita Ashrama
14. Gambhirananda, Swami. (1955), The complete works of Swami Vivekananda volume-4
15. The Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashram, Calcutta, 1989, 5.
16. Basant Kumar Lal.(2014), Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers.
17. Swami Vivekananda.(2015), Practical Vedanta, Aavaita Ashram.
18. Swami Ranganathananda.(2005), Swami Vivekananda: His Humanism, ed. Swami Mumukshananda, Advaita Ashram, Calcutta.
19. Letters of Swami Vivekananda, Advaita Ashram, Calcutta, 1960.
20. "Speech at World Parliament of Religion in Chicago in," in the Complete Works of Swami Vivekananda, ed. 1893. Swami Bodhasarananda, Advaita Ashram, Calcutta, 1989.
21. Banhatti GS. Life and Philosophy of Swami Vivekananda, New Delhi, 1989.
22. Kalpana Mohapatra, Political Philosophy of Swami Vivekananda, Northern Book Centre, New Delhi, 1996.